কুষ্টিয়ায় পাসপোর্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৩ দালালের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। দালালদের দৌরাত্ম্য এবং ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগে পরিচালিত এ অভিযানে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার দুপুরে দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সরকারি পরিচালক নীল কোমল পালের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন, সদর উপজেলার চৌড়হাস আদর্শপাড়া সলক আলীর ছেলে রিপন (২৭), চৌড়হাস এলাকা ছরোয়ার হোসেনের ছেলে মহিবুল (৪০) এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার আবুল কাসেমের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৪০)। এর মধ্যে মহিবুল এবং দেলোয়ারকে তিন মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং রিপনকে এক মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

দুদক ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, পাসপোর্ট অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষ দালালের মাধ্যমে হয়রানির শিকার এবং কিছু অসৎ কর্মচারী ঘুষের বিনিময়ে কাজ করছেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। পরে তারা পাসপোর্ট অফিসের ভেতর থেকে তিনজনকে আটক করে।

অভিযানের সময় পাসপোর্ট অফিস থেকে এক লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র তল্লাশি এবং সেগুলো পর্যালোচনা করে দুদক।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন বলেন, অভিযোগের

ভিত্তিতে দুদকের পক্ষ থেকে সেখানে অভিযান চালিয়ে তিন দালালকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের কুষ্টিয়ার সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, অভিযানে হাতে নাতে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে।

এ ছাড়া এখান থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা উদ্ধার এবং কিছু কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হবে। পরে সেখান থেকে পাওয়া নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপপরিচালক জাহিদুল ইসলাম, সেখানকার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যসহ দালালদের বিরুদ্ধে অভিয়োগ উঠে আসে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করলে নজরে আসে দুদকের।

পাসপোর্টের সূচকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৩তম। যৌথভাবে একই অবস্থানে আছে লিবিয়া ও কসোভো। গত বছরের অক্টোবরে পাসপোর্টের সর্বশেষ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৮তম।

বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা এখন থেকে আগাম ভিসা ছাড়া ৪০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তান রয়েছে তালিকায় সবার নিচে। দেশটির নাগরিকরা ২৬টি দেশে ভিসা ছাড়া চলাচল করতে পারবেন।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স পাসপোর্টের নতুন সূচক প্রকাশ করেছে। কোন দেশের পাসপোর্ট দিয়ে কতটি দেশে ভিসামুক্ত ভ্রমণ করা যায় তার ওপর ভিত্তি করেই সূচকটি

তৈরি করা হয়েছে।

সূচকে তালিকার প্রথম সারিতে রয়েছে জাপান, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিনল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, স্পেন, অস্ট্রিয়া,ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, সুইডেনের মতো দেশগুলো।

জাপান এবং সিঙ্গাপুর যৌথভাবে প্রথম স্থানে রয়েছে। দেশ দুটির নাগরিকরা আগাম ভিসা ছাড়াই ১৯২টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন। এরপর যৌথভাবে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে জার্মানি ও দক্ষিণ কোরিয়া। এই দুই দেশের নাগরিকরা আগাম ভিসা ছাড়া ১৯০টি দেশে যেতে পারবেন।

তালিকায় ভারত ৮৩, নেপাল ১০৫, পাকিস্তান ১০৮, সিরিয়া ১০৯ এবং ইরাক ১১০তম। অর্থাৎ পাসপোর্ট সূচকে ভারতে চেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। তবে নেপাল এবং পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট হচ্ছে মালদ্বীপের। সূচকের ৫৮তম অবস্থানে থাকা দেশটির পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়াই ৮৮টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন। ১৭ বছর ধরে এই সূচক প্রকাশ করে আসছে দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস। তিন মাস পর পর এ সূচক প্রকাশ করা হয়।

২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট

আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট (ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্ট) বিতরণ শুরু হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল প্রস্তুতি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগের (ডিআইপি) মহাপরিচালক (ডিআইজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ আজ গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট বিতরণ উদ্বোধন করতে কাজ করছি।

আগামী ২২ জানুয়ারি এ বিষয়ে নগরীর বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল ১০টায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত

থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন করবেন বলে তিনি আশা করছেন।

ডিআইজি বলেন, ডিআইপি প্রাথমিকভাবে আগারগাঁও, যাত্রাবাড়ি এবং উত্তরা পাসপোর্ট অফিস থেকে ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সবর্ত্র ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে।

তিনি বলেন, বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি ভেরিডোস জিএমবিএইস দেশে ই-পাসপোর্ট ও ই-গেট নিয়ে কাজ করছে।

তিনি আরো জানান, ই-পাসপোর্টের সূচনা দিয়ে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে।

ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেন (আইসিএও)’র মতে বিশ্বের একশ’টিরও বেশি দেশ বর্তমানে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করছে। পাসপোর্ট বুকলেটে একটি ইলেক্ট্রনিক চিপ ব্যবহারের মাধ্যমে চিরাচরিত ননইলেক্ট্রনিক পাসপোর্টের চেয়ে ইলেক্ট্রনিক পাস পোর্ট অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

এতে পাসপোর্টের দুটি পেজে দৃশ্যমান বায়োগ্রাফিকেল তথ্য ভাণ্ডার ও একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা ফিচার থাকে। ডিজিটাল ফিচার হচ্ছে কোন দেশের সুনিদিষ্ট ডিজিটাল স্বাক্ষর। এই ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলো প্রতিটি দেশে একক এবং স্ব স্ব সার্টিফিকেটের মাধ্যমে এটি যাচাই করা যাবে।

প্রকল্প তথ্য অনুযায়ী, “বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট চালু এবং অটোমেটিক বর্ডার কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট” প্রজেক্টটি ৪,৫৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের নিজস্ব তহবিলে ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০২৮ সালের জুন পযর্ন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে।

দশ বছরে মোট ৩০ মিলিয়ন পাস পোর্ট সরবরাহ করা হবে। এই ই-পাসপোর্ট ইস্যু করার মাধ্যমে ইমিগ্রেশন আনুষ্ঠানিকতার সমস্ত প্রক্রিয়াই অনলাইনে সম্পন্ন হবে।

তথ্যসূত্র মতে, দুই মিলিয়ন পাস পোর্ট তৈরি হবে জামার্নিতে। ফলে যারা আগে আবেদন করবেন, তারা জামার্নীর তৈরি পাস পোর্ট পাবেন। ই-পাস পোর্টের মেয়াদ হবে ৫ থেকে ১০ বছর।

মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্টের জন্য ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই ডিআইপি এবং ভেরিডসের মধ্যে একটি চুক্তি

ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন ১৭ ডিসেম্বর

আগামী ১৭ ডিসেম্বের এই পাসপোর্ট সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট দেওয়া হবে।
এরপর তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির ভেরিডোস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় এটি চালু হচ্ছে। দুই ক্যাটাগরির ই-পাসপোর্টে চার ধরনের ফি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদি জরুরি ও অতি জরুরি ই-পাসপোর্ট থাকছে।
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডাসহ ১১৮টি দেশে ই-পাসপোর্ট চালু আছে। ১১৯ নম্বর দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনাল ইমিগ্রেশনে সাতটি ই-গেট স্থাপন করা হয়েছে। এই ই-গেট দিয়ে দ্রুততম সময়ে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন। এনআইডি ও পাসপোর্ট অধিদফতরের সার্ভারের সঙ্গে ই-গেট সংযুক্ত থাকবে। সঠিক পাসপোর্টধারী ব্যক্তি ছাড়া এই গেট দিয়ে পার পাওয়া অসম্ভব।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের জানান, অনেক দিনের প্রত্যাশিত ই-পাসপোর্ট সেবা পেতে যাচ্ছেন নাগরিকরা। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৭ ডিসেম্বর। এদিন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকারের হাতে ই-পাসপোর্ট তুলে দেওয়া হবে।
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতর সূত্র জানিয়েছে, ই-পাসপোর্ট একটি বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, যাতে একটি ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোপ্রসেসর

হবে।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

ডিসেম্বরেই চালু ই-পাসপোর্ট

চলতি ডিসেম্বরেই শুরু হতে যাচ্ছে ই-পাসপোর্টের (ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট) কার্যক্রম। এরই মধ্যে তিন ধরনের ফির বিধান রেখে ই-পাসপোর্টের ফি নির্ধারণ করেছে সরকার। ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়ন করতে হবে না। এমনকি ছবি সংযোজন ও তা সত্যায়ন করারও দরকার হবে না। তবে পাসপোর্ট পেতে থাকতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি।

ই-পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যা, মেয়াদকাল, বিতরণের ধরন অনুসারে ভ্যাট ছাড়া সর্বনিম্ন ফি তিন হাজার ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ফি ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে পাসপোর্টের জরুরি ফি ভ্যাটসহ তিন হাজার ৪৫০ টাকা এবং অতি জরুরি ফি ভ্যাটসহ ছয় হাজার ৯০০ টাকা।

ই-পাসপোর্ট চালুর সব কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। সময় নির্ধারণ করে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়েই তারিখ নির্ধারণ করা হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ই-পাসপোর্ট চালু হওয়ার কথা ছিল গত জুলাই মাসে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই বর্তমানে প্রচলিত মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) বই সংকট দেখা দেয়। ফলে সারা দেশে জরুরি পাসপোর্ট পেতেও বিলম্ব হয়। পরবর্তী সময়ে সরকার জরুরি ভিত্তিতে বিদেশ থেকে পাসপোর্ট বই সংগ্রহ করেছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগন অনুবিভাগ) মোহাম্মদ আজহারুল হক কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন। সেগুলো দিয়ে এখনো এমআরপির কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, ডিসেম্বর মাসে ই-পাসপোর্ট চালুর উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের তারিখ যেদিন পাওয়া যাবে সেদিনই উদ্বোধন করা হবে। আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ই-পাসপোর্ট ও এমআরপি দুটিই চালু থাকবে। নাগরিকরা যে ধরনের পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবে, তাদের সেই পাসপোর্টই সরবরাহ করা হবে।

ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে চার হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা। এ পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে অনেক আগেই। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় ই-পাসপোর্ট চালু হতে যাচ্ছে।

ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে পাঁচ ও ১০ বছর। পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যাও হবে দুই ধরনের, ৪৮ ও ৬৪ পৃষ্ঠা। নতুন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বিতরণের পদ্ধতি তিন ধরনের—সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরি। দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য সঠিক থাকলে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে ২১ কর্মদিবসের মধ্যে। জরুরিভাবে পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য ঠিক থাকলে সাত কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট দেওয়া হবে। অতি জরুরি পাসপোর্ট ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে পাসপোর্টের আবেদনকারীকে নিজ উদ্যোগে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সংগ্রহ করে আবশ্যিকভাবে আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে। তবে পুরনো অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অতীব জরুরি পাসপোর্ট দুই দিনে, জরুরি পাসপোর্ট তিন দিনে এবং সাধারণ পাসপোর্ট সাত দিনের মধ্যে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে আবেদনকারীদের জন্য ৪৮ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি তিন হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি সাত হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি পাঁচ হাজার টাকা, জরুরি ফি সাত হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা। এ ছাড়া ৬৪ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি সাত হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১০ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি সাত হাজার টাকা, জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১২ হাজার টাকা।

ই-পাসপোর্ট করতে যা লাগবে: ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা জন্ম নিবন্ধন সনদ (বিআরসি) অনুযায়ী। অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী, যার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই, তার মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)

নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সুত্র-কালের কণ্ঠ